বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ ।

কৃষি ঋণ ও স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগ

(কৃষি ঋণ উপ-বিভাগ)

তারিখঃ ০৫ কার্তিক, ১৪১৫ / ২০ অক্টোবর, ২০০৮

সূত্র নং-এসিএসপিডি সার্কুলার নং-১২

বাংলাদেশ কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক এবং

বিআরডিবি ও বিএসবিএল ।

বর্গাচাষী ও ভূমিহীনচাষীদের অনুকূলে কৃষিঋণ বিতরণ সহজীকরণ প্রসংগে ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনারা অবহিত আছেন যে, দেশের সিংহভাগ মানুষ কৃষির সাথে জড়িত হলেও কৃষি জমির মালিকানা অধিকাংশ কৃষকেরই নাই । কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িতদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক । এ সকল কৃষক যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭ একর তাদের নিজস্ব কৃষি জমির পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ায় তারা অন্যের জমি চাষ করে অর্থাৎ তারা বর্গাচাষী হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয় । বাংলাদেশে এদের সংখ্যা প্রচুর এবং কৃষিক্ষেত্রে এদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে । অপরদিকে ভূমিহীন কৃষকেরা, যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একরের কম তারাও দিনমজুরীসহ কোন কোন ক্ষেত্রে বর্গা জমি চাষ করে থাকে । বলা বাহুল্য যে, শস্য ঋণের ক্ষেত্রে বর্গাচাষীদের উৎপাদিত ফসল বন্ধক (crop hypothecation) এর বিপরীতে ঋণ প্রদান করার বিধান থাকলেও যেহেতু বর্গাচাষীদের জমির মালিকানাসত্ত্ব থাকে না, সেহেতু প্রচলিত নিয়মে বর্গাচাষীরা সহজ শর্তে ঋণ পায় না । এমতাবস্থায়, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কৃষিখাতে উন্নয়ন তথা জাতীয় অর্থনীতিতে বর্গাচাষীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় বর্গাচাষীদের অনুকূলে কৃষিঋণ বিতরণ ব্যবস্থা সহজীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে গতিশীলতা আনয়নকল্পে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো ঃ-

ক) কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বর্গাচাষীরা এ নীতিমালার আওতায় কৃষিঋণ গ্রহণ করতে পারবেন ।

খ) কৃষিঋণ বিতরণকারী ব্যাংক শাখার আওতাধীন এলাকার বর্গাচাষীদের ঐ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে ।

গ) বর্গাচাষীর জাতীয় পরিচয়পত্র **(National ID Card)** নিতে হবে । কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক **Farmers' ID Card** এর প্রচলন করা হলে এক্ষেত্রে উহাও প্রযোজ্য হবে ।

ঘ) প্রকৃত বর্গাচাষী সনাক্তকরণের দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার । বর্গাচাষীকে জমির মালিকের প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে । জমির মালিক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে । এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাখা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি বছর জারীকৃত শস্য ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী প্রকৃত বর্গাচাষী সনাক্তকরণের মাধ্যমে তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে পারে । তবে প্রকৃত বর্গাচাষী সনাক্তকরণের বিষয়টি শাখার ব্লক সুপারভাইজার নিশ্চিত করবে ।

ঙ) বর্গাচাষীদের অনুকূলে ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালায় পাশ বই ইস্যু করা যেতে পারে ।

চ) বর্গাচাষী যদি একই মালিকের জমি পর পর তিন বছর চাষাবাদ করে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সেপ্টেম্বর ২৯, ২০০৮ তারিখে জারীকৃত এসিএসপিডি সার্কুলার নং- ১১ এ উল্লেখিত "আবর্তনশীল শস্যঋণ সীমা পদ্ধতি" নীতিমালা তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে ।

ছ) বর্গাচাষী যদি সংশ্লিষ্ট জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে থাকে সে ক্ষেত্রে জমির ভাড়াসহ ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে ।

জ) বর্গাচাষীর নামে যাতে কোন অ-কৃষক ঋণ গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

উপরোক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক অবিলম্বে তা কার্যকর করার জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আবদুল হক)

মহাব্যবস্থাপক

ফোনঃ ৭১২০৯৪৭